বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাষ্ট্রিজ কর্পোরেশন

BANGLADESH CHEMICAL INDUSTRIES CORPORATION
BCIC BHABAN, 30-31, DILKUSHA C.A., DHAKA-1000, BANGLADESH
www.bcic.gov.bd

মুজিব শতবর্ষ

সূত্র নং- ৩৬.০১.০২৭.০১.০২.৪৫৪২.২০২১/৬০১ তারিখঃ১৮-১১-২০২১খ্রি.।

বিষয় ঃ জেএফসিএল কারখানার ১৯,১৩৩.১৩ মে.টন সার যোগসাজসে আত্মসাতের জন্য জনাব খোকন চন্দ্র দাস, ব্যবস্থাপনা পরিচালক (চলতি দায়িত্ব), কেএনএম ও কেএইচবিএম, খালিশপুর, খুলনা (ঘটনাকালীন জেএফসিএল এর মহাব্যবস্থাপক (বাণিজ্যিক)/বিভাগীয় প্রধান পদে কর্মরত ছিলেন) এর বিরুদ্ধে বিসিআইসি কর্মচারী চাকুরী প্রবিধানমালা-১৯৮৮ অনুযায়ী সাময়িক বরখাস্ত এবং বিভাগীয় মামলা।

অভিযোগনামা

যেহেতু, আপনি জনাব খোকন চন্দ্র দাস, ব্যবস্থাপনা পরিচালক (চলতি দায়িত্ব), কেএনএম ও কেএইচবিএম, খালিশপুর, খুলনায় কর্মরত আছেন। এর পূর্বে আপনি জেএফসিএল এর মহাব্যবস্থাপক (বাণিজ্যিক) ও বিভাগীয় প্রধান পদে গত ১৮-০৬-২০১৯ তারিখ হতে ২৬-০৮-২০২১ তারিখ পর্যন্ত কর্মরত ছিলেন। শিল্প মন্ত্রণালয়ের এপিএ, শুদ্ধাচার ও অভিযোগ নিষ্পত্তি অধিশাখা হতে গত ০৫-০৯-২০২১খ্রি. তারিখের নং-৩৬.০০.০০০০.০৯৩.২৭.০০৩.২০(অংশ-১).৫১ এবং মন্ত্রণালয়ের বিসিআইসি শাখার গত ০৯-০৯-২০২১ খ্রি. তারিখের নং-৩৬.০০.০০০০.০৬২.৯৯.০৫৬.২০.৩০১ দ্বারা সংস্থাধীন জেএফসিএল এর ২০ (বিশ) হাজার মে.টন ইউরিয়া সারের মূল্য প্রায় ৩০ (ত্রিশ) কোটি টাকা আত্মসাৎ পরিকল্পনার অভিযোগ তদন্তের নিমিত্ত নির্দেশনা প্রদান করা হয়। তৎপ্রেক্ষিতে সংস্থা হতে গত ২৬-০৯-২০২১ তারিখ নং- ৩৬.০১.০২৭.০১. ০২.৪৫৪২.২০২১/১৮২ দ্বারা বিসিআইসি প্রধান কার্যালয় হতে ৬ (ছয়) সদস্য বিশিষ্ট প্রাথমিক তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়।

২। যেহেতু, তদন্ত কমিটি সরেজমিন তদন্ত শেষে প্রতিবেদন দাখিল করে। তৎকালিন বাণিজ্যিক বিভাগীয় প্রধান হিসেবে কারখানার ক্রয় শাখা, বিক্রয় শাখা, এমপিআইসি এবং ষ্টোরের নিয়ন্ত্রণ ও দায়-দায়িত্ব আপনার দাপ্তরিক কাজের অন্তর্ভূক্ত। তদন্ত কমিটি গত ২৯-০৯-২০২১ তারিখে জেএফসিএল এর উৎপাদিত সারের পরিসংখ্যান/মজুদ হিসাব বাণিজ্যিক বিভাগের অধিনে বিক্রয় শাখা হতে সংগ্রহ করে। বিক্রয় শাখা প্রধান কর্তৃক স্বাক্ষরিত তথ্যানুযায়ী গত ২৯-০৯-২০২১ তারিখে জেএফসিএল এর উৎপাদিত ব্যাগ সারের মজুদের পরিমাণ ৩৭,৫৭৪.৭০ মে.টন ও লুজ সারের পরিমাণ ৫১,৮৬৬.৬০ মে.টন। কিন্তু বিসিআইসি তদন্ত কমিটি গত ২৯-০৯-২০২১ তারিখে সরেজমিনে জেএফসিএল এর উৎপাদিত ব্যাগ সারের মজুদের পরিমাণ ২১,৩১০.৩৫ মে.টন এবং লুজ সারের পরিমাণ ৫১,৬৪৯.৯২ মে.টন পেয়েছে। এক্ষেত্রে বিক্রয় শাখা প্রধানের প্রদত্ত তথ্যের সাথে বাস্তব গণনায় কোন মিল পাওয়া যায়নি। প্রকৃতপক্ষে, জেএফসিএল এর উৎপাদিত ব্যাগ সার ১৬,২৬৪.৩৫ মে.টন, এসএফসিএল এর সার ১২১.১০ মে.টন এবং লুজ সার ২১৬.৬৮ মে.টনসহ মোট ১৬,৬০২.১৩ মে.টন সার পাওয়া যায়নি। যার আর্থিক মূল্য (১৪,০০০ টাঃ X ১৬,৬০২.১৩ মে.টন) = ২৩,২৪,২৯,৮২০.০০ (তেইশ কোটি চব্বিশ লক্ষ উনত্রিশ হাজার আটশত বিশ) টাকা। বাণিজ্যিক বিভাগীয় প্রধান হিসেবে আপনি জেএফসিএল কারখানায় কর্মরত থাকাকালীন ১৬,৬০২.১৩ মে.টন সার ঘাটতির বিষয়টি কর্তৃপক্ষের নজরে না এনে ধামাচাপা দেয়ার চেষ্টা করেছেন বিধায় ১৬,৬০২.১৩ মে.টন সার পারস্পরিক যোগসাজশে আত্মসাতের দায়ভার আপনার ওপর বর্তায়।

৩। যেহেতু, গত ২৯-০৯-২০২১ তারিখে বিক্রয় শাখা প্রধান কর্তৃক স্বাক্ষরিত তথ্যানুযায়ী জেএফসিএল এর ০২ নং গোডাউনে রক্ষিত কাফকো সার ১,১১৩.০০ মে.টন এবং আমদানী সার ২,৭০৮.০০ মে.টন মজুদ রয়েছে। কিন্তু বিসিআইসি তদন্ত কমিটি গত ২৯-০৯-২০২১ তারিখে সরেজমিনে জেএফসিএল এর ০২ নং গোডাউনে বাস্তব গণনায় কাফকো সার ৯০.০০ মে.টন, এসএফসিএল এর কোন সার পাওয়া যায়নি এবং আমদানী সার ১২০০.০০ মে.টন মজুদ পেয়েছে। এক্ষেত্রে বিক্রয় শাখা প্রধান প্রদত্ত তথ্যের সাথে বাস্তব গণনায় কোন মিল পাওয়া যায়নি। প্রকৃতপক্ষে, জেএফসিএল এ রক্ষিত আমদানী সার ১,৫০৮.০০ মে.টন এবং কাফকো সার ১,০২৩.০০ মে.টনসহ মোট ২৫৩১.০০ মে.টন সার পাওয়া যায়নি। যার আর্থিক মূল্য আমদানী মূল্যে (২৫৩১.০০ মে.টন X ২৭,৭৩৬.০০ টাঃ [তিন বছরের আমদানী মূল্যের গড় মূল্যে]) = ৭,০১,৯৯,৮১৬.০০ টাকা। বাণিজ্যিক বিভাগীয় প্রধান হিসেবে আপনি জেএফসিএল কারখানায় কর্মরত থাকাকালীন ২৫৩১.০০ মে.টন সার ঘাটতির বিষয়টি কর্তৃপক্ষের নজরে না এনে ধামাচাপা দেয়ার চেষ্টা করেছেন বিধায় ২৫৩১.০০ মে.টন সার আত্মসাতের দায়ভার আপনি এড়াতে পারেন না।

৪। যেহেতু, জেএফসিএল কারখানার অভ্যন্তরে ১৯,১৩৩.১৩ মে.টন সারের ঘাটতি পাওয়া গেছে। এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণসহ উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে যথাসময়ে অবহিত না করায় সাবেক বাণিজ্যিক বিভাগীয় প্রধান হিসেবে এর দায়ভার আপনার উপর বর্তায়। আপনি ব্যক্তিগতভাবে লাভবান হওয়ার উদ্দেশ্যে ১৯,১৩৩.১৩ মে.টন ইউরিয়া সারের মূল্য বাবদ ৩০,২৬,২৯,৬৩৬.০০/- (ত্রিশ কোটি ছাব্বিশ লক্ষ উনত্রিশ হাজার ছয়শত ছত্রিশ) টাকা পারস্পরিক যোগসাজশে আত্মসাৎ করেছেন।

চলমান পাতা-০২

১৮/১১/২০২১

বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাষ্ট্রিজ কর্পোরেশন

BANGLADESH CHEMICAL INDUSTRIES CORPORATION
BCIC BHABAN, 30-31, DILKUSHA C.A., DHAKA-1000, BANGLADESH
www.bcic.gov.bd

৫। সেহেতু, আপনার উল্লিখিত কর্মকান্ড সংস্থার সাধারণ আচরণ ও শৃঙ্খলা পরিপন্থি এবং গুরুতর আর্থিক অপরাধ বিবেচনায় বিসিআইসি কর্মচারী চাকুরী প্রবিধানমালা-১৯৮৮ এর ৪৪ (১) মোতাবেক আপনাকে সংস্থার চাকুরী হতে সাময়িক বরখাস্ত করা হলো। এছাড়া প্রবিধানের বিধি ৩৮ (ক) (ঘ) এবং (চ)-এ বর্ণিত দায়িত্ব পালনে অবহেলা, অদক্ষতা, চুরি, আত্মসাত, তহবিল তছরুপ এবং প্রতারণার দায়ে অভিযুক্ত করা হ'ল। বর্ণিত অভিযোগে কেন আপনাকে চাকরী থেকে বরখাস্ত করা হবে না অথবা অন্য কোন যথোপযুক্ত শাস্তি আরোপ করা হবে না তার কারণ এই প্রবিধানের ৪২ (২) অনুসরণে জারিকৃত অভিযোগনামা প্রাপ্তির ১০ (দশ) কর্মদিবসের মধ্যে জবাব যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে নিম্নস্বাক্ষরকারী বরাবর দাখিলের জন্য আপনাকে নির্দেশ প্রদান করা হলো। জবাবে আপনি ব্যক্তিগত শুনানীর ইচ্ছা পোষণ করেন কিনা তাও জানানোর নির্দেশ দেয়া হলো। নির্ধারিত সময়ে জবাব পাওয়া না গেলে ধরে নেয়া হবে এ বিষয়ে আপনার কোন বক্তব্য নেই। সেক্ষেত্রে বিধি মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। নিয়মানুযায়ী অভিযোগনামার সাথে ০১ সেট অভিযোগ বিবরণী প্রেরণ করা হলো।

(শাহ্ মোঃ ইমদাদুল হক)
চেয়ারম্যান (গ্রেড-১)
বিসিআইসি, ঢাকা।
ফোন নং- ৯৫৬৪১৫৩
E-mail: chairman.bcic@gmail.com

জনাব খোকন চন্দ্র দাস
ব্যবস্থাপনা পরিচালক (চলতি দায়িত্ব)
কেএনএম ও কেএইচবিএম
খালিশপুর, খুলনা।
(ঘটনাকালীন জেএফসিএল এর মহাব্যবস্থাপক (বাণিজ্যিক)/বিভাগীয় প্রধান পদে কর্মরত ছিলেন)।

বিতরণ ঃ

১। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয়।
২। ড. মোঃ সাইফুল ইসলাম, উপ-সচিব, এপিএ, শুদ্ধাচার ও অভিযোগ নিষ্পত্তি শাখা, শিল্প মন্ত্রণালয়।
৩। শামীম সুলতানা, উপ-সচিব, শৃঙ্খলা অধিশাখা, শিল্প মন্ত্রণালয়।

অনুলিপি (জ্যেষ্ঠতা বা পদের ক্রমানুসারে নয়) ঃ

০১। পরিচালক (----------), বিসিআইসি।
০২। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, জেএফসিএল, তারাকান্দি, জামালপুর।
০৩। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, কেএনএম ও কেএইচবিএম, খালিশপুর, খুলনা।
০৪। হিসাব নিয়ন্ত্রক, বিসিআইসি।
০৫। মহাব্যবস্থাপক, নিরীক্ষা বিভাগ, বিসিআইসি।
০৬। মহাব্যবস্থাপক, বিপণন বিভাগ, বিসিআইসি।
০৭। মহাব্যবস্থাপক, আইসিটি বিভাগ, বিসিআইসি।
০৮। মহাব্যবস্থাপক, আইন উপ-বিভাগ, বিসিআইসি।
০৯। উপ-মহাব্যবস্থাপক (প্রশাসন-২), কর্মচারী বিভাগ, বিসিআইসি।
১০। উপ কর্মচারী প্রধান (প্রশাসন-১), কর্মচারী বিভাগ, বিসিআইসি।
১১। নোটিশ বোর্ড (সকল)।
১২। দপ্তর নথি। ১৩। মহানথি।

বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাষ্ট্রিজ কর্পোরেশন

BANGLADESH CHEMICAL INDUSTRIES CORPORATION
BCIC BHABAN, 30-31, DILKUSHA C.A., DHAKA-1000, BANGLADESH
www.bcic.gov.bd

তারিখ ঃ ১৮-১১-২০২১ খ্রি.।

অভিযোগ বিবরণী

জনাব খোকন চন্দ্র দাস, ব্যবস্থাপনা পরিচালক (চলতি দায়িত্ব), কেএনএম ও কেএইচবিএম, খালিশপুর, খুলনায় কর্মরত আছেন। এর পূর্বে তিনি জেএফসিএল এর মহাব্যবস্থাপক (বাণিজ্যিক) ও বিভাগীয় প্রধান পদে গত ১৮-০৬-২০১৯ তারিখ হতে ২৬-০৮-২০২১ তারিখ পর্যন্ত কর্মরত ছিলেন। শিল্প মন্ত্রণালয়ের এপিএ, শুদ্ধাচার ও অভিযোগ নিষ্পত্তি অধিশাখা হতে গত ০৫-০৯-২০২১খ্রি. তারিখের নং-৩৬.০০.০০০০.০৯৩.২৭.০০৩.২০(অংশ-১).৫১ এবং মন্ত্রণালয়ের বিসিআইসি শাখার গত ০৯-০৯-২০২১ খ্রি. তারিখের নং-৩৬.০০.০০০০.০৬২.৯৯.০৫৬.২০.৩০১ দ্বারা সংস্থাধীন জেএফসিএল এর ২০ (বিশ) হাজার মে.টন ইউরিয়া সারের মূল্য প্রায় ৩০ (ত্রিশ) কোটি টাকা আত্মসাৎ পরিকল্পনার অভিযোগ তদন্তের নিমিত্ত নির্দেশনা প্রদান করা হয়। তৎপ্রেক্ষিতে সংস্থা হতে গত ২৬-০৯-২০২১ তারিখ নং- ৩৬.০১.০২৭.০১. ০২.৪৫৪২.২০২১/১৮২ দ্বারা বিসিআইসি প্রধান কার্যালয় হতে ৬ (ছয়) সদস্য বিশিষ্ট প্রাথমিক তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। তদন্ত কমিটি সরেজমিন তদন্ত শেষে প্রতিবেদন দাখিল করে। তৎকালিন বাণিজ্যিক বিভাগীয় প্রধান হিসেবে কারখানার ক্রয় শাখা, বিক্রয় শাখা, এমপিআইসি এবং ষ্টোরের নিয়ন্ত্রণ ও দায়-দায়িত্ব তাঁর দাপ্তরিক কাজের অন্তর্ভূক্ত। তদন্ত কমিটি গত ২৯-০৯-২০২১ তারিখে জেএফসিএল এর উৎপাদিত সারের পরিসংখ্যান/মজুদ হিসাব বাণিজ্যিক বিভাগের অধিনে বিক্রয় শাখা হতে সংগ্রহ করে। বিক্রয় শাখা প্রধান কর্তৃক স্বাক্ষরিত তথ্যানুযায়ী গত ২৯-০৯-২০২১ তারিখে জেএফসিএল এর উৎপাদিত ব্যাগ সারের মজুদের পরিমাণ ৩৭,৫৭৪.৭০ মে.টন ও লুজ সারের পরিমাণ ৫১,৮৬৬.৬০ মে.টন। কিন্তু বিসিআইসি তদন্ত কমিটি গত ২৯-০৯-২০২১ তারিখে সরেজমিনে জেএফসিএল এর উৎপাদিত ব্যাগ সারের মজুদের পরিমাণ ২১,৩১০.৩৫ মে.টন এবং লুজ সারের পরিমাণ ৫১,৬৪৯.৯২ মে.টন পেয়েছে। এক্ষেত্রে বিক্রয় শাখা প্রধানের প্রদত্ত তথ্যের সাথে বাস্তব গণনায় কোন মিল পাওয়া যায়নি। প্রকৃতপক্ষে, জেএফসিএল এর উৎপাদিত ব্যাগ সার ১৬,২৬৪.৩৫ মে.টন, এসএফসিএল এর সার ১২১.১০ মে.টন এবং লুজ সার ২১৬.৬৮ মে.টনসহ মোট ১৬,৬০২.১৩ মে.টন সার পাওয়া যায়নি। যার আর্থিক মূল্য (১৪,০০০ টাঃ X ১৬,৬০২.১৩ মে.টন) = ২৩,২৪,২৯,৮২০.০০ (তেইশ কোটি চব্বিশ লক্ষ উনত্রিশ হাজার আটশত বিশ) টাকা। বাণিজ্যিক বিভাগীয় প্রধান হিসেবে তিনি জেএফসিএল কারখানায় কর্মরত থাকাকালীন ১৬,৬০২.১৩ মে.টন সার ঘাটতির বিষয়টি কর্তৃপক্ষের নজরে না এনে ধামাচাপা দেয়ার চেষ্টা করেছেন বিধায় ১৬,৬০২.১৩ মে.টন সার পারস্পরিক যোগসাজশে আত্মসাতের দায়ভার তাঁর ওপর বর্তায়। গত ২৯-০৯-২০২১ তারিখে বিক্রয় শাখা প্রধান কর্তৃক স্বাক্ষরিত তথ্যানুযায়ী জেএফসিএল এর ০২ নং গোডাউনে রক্ষিত কাফকো সার ১,১১৩.০০ মে.টন এবং আমদানী সার ২,৭০৮.০০ মে.টন মজুদ রয়েছে। কিন্তু বিসিআইসি তদন্ত কমিটি গত ২৯-০৯-২০২১ তারিখে সরেজমিনে জেএফসিএল এর ০২ নং গোডাউনে বাস্তব গণনায় কাফকো সার ৯০.০০ মে.টন, এসএফসিএল এর কোন সার পাওয়া যায়নি এবং আমদানী সার ১২০০.০০ মে.টন মজুদ পেয়েছে। এক্ষেত্রে বিক্রয় শাখা প্রধান প্রদত্ত তথ্যের সাথে বাস্তব গণনায় কোন মিল পাওয়া যায়নি। প্রকৃতপক্ষে, জেএফসিএল এ রক্ষিত আমদানী সার ১,৫০৮.০০ মে.টন এবং কাফকো সার ১,০২৩.০০ মে.টনসহ মোট ২৫৩১.০০ মে.টন সার পাওয়া যায়নি। যার আর্থিক মূল্য আমদানী মূল্যে (২৫৩১.০০ মে.টন X ২৭,৭৩৬.০০ টাঃ [তিন বছরের আমদানী মূল্যের গড় মূল্যে]) = ৭,০১,৯৯,৮১৬.০০ টাকা। বাণিজ্যিক বিভাগীয় প্রধান হিসেবে তিনি জেএফসিএল কারখানায় কর্মরত থাকাকালীন ২৫৩১.০০ মে.টন সার ঘাটতির বিষয়টি কর্তৃপক্ষের নজরে না এনে ধামাচাপা দেয়ার চেষ্টা করেছেন বিধায় ২৫৩১.০০ মে.টন সার আত্মসাতের দায়ভার তিনি এড়াতে পারেন না। জেএফসিএল কারখানার অভ্যন্তরে ১৯,১৩৩.১৩ মে.টন সারের ঘাটতি পাওয়া গেছে। এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণসহ উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে যথাসময়ে অবহিত না করায় সাবেক বাণিজ্যিক বিভাগীয় প্রধান হিসেবে এর দায়ভার তাঁর উপর বর্তায়। তিনি ব্যক্তিগতভাবে লাভবান হওয়ার উদ্দেশ্যে ১৯,১৩৩.১৩ মে.টন ইউরিয়া সারের মূল্য বাবদ ৩০,২৬,২৯,৬৩৬.০০/- (ত্রিশ কোটি ছাব্বিশ লক্ষ উনত্রিশ হাজার ছয়শত ছত্রিশ) টাকা পারস্পরিক যোগসাজশে আত্মসাৎ করার দায়ে তাকে অভিযুক্ত করা হলো।

১৮/১১/২০২১

(শাহ্ মোঃ ইমদাদুল হক)
চেয়ারম্যান (গ্রেড-১)
বিসিআইসি, ঢাকা।
ফোন নং- ৯৫৬৪১৫৩
E-mail: chairman.bcic@gmail.com

বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাষ্ট্রিজ কর্পোরেশন

BANGLADESH CHEMICAL INDUSTRIES CORPORATION
BCIC BHABAN, 30-31, DILKUSHA C.A., DHAKA-1000, BANGLADESH
www.bcic.gov.bd

সূত্র নং- ৩৬.০১.০২৭.০১.০২.৪৫৪২.২০২১/ তারিখঃ -১১-২০২১খ্রি.।

বিষয় ঃ জেএফসিএল কারখানার ১৯,১৩৩.১৩ মে.টন সার যোগসাজসে আত্মসাতের জন্য জনাব মোঃ ওয়ায়েছুর রহমান, ব্যবস্থাপক (বাণিজ্যিক) এর বিরুদ্ধে বিসিআইসি কর্মচারী চাকুরী প্রবিধানমালা-১৯৮৮ অনুযায়ী সাময়িক বরখাস্ত এবং বিভাগীয় মামলা।

অভিযোগনামা

যেহেতু, আপনি জনাব মোঃ ওয়ায়েছুর রহমান, ব্যবস্থাপক (বাণিজ্যিক), জেএফসিএল এ গত ০৬-০৯-২০১২ তারিখ হতে অদ্যাবধি কর্মরত আছেন। শিল্প মন্ত্রণালয়ের এপিএ, শুদ্ধাচার ও অভিযোগ নিষ্পত্তি অধিশাখা হতে গত ০৫-০৯-২০২১খ্রি. তারিখের নং-৩৬.০০.০০০০.০৯৩.২৭.০০৩.২০(অংশ-১).৫১ এবং মন্ত্রণালয়ের বিসিআইসি শাখার গত ০৯-০৯-২০২১ খ্রি. তারিখের নং-৩৬.০০.০০০০.০৬২.৯৯.০৫৬.২০.৩০১ দ্বারা সংস্থাধীন জেএফসিএল এর ২০ (বিশ) হাজার মে.টন ইউরিয়া সারের মূল্য প্রায় ৩০ (ত্রিশ) কোটি টাকা আত্মসাৎ পরিকল্পনার অভিযোগ তদন্তের নিমিত্ত নির্দেশনা প্রদান করা হয়। তৎপ্রেক্ষিতে সংস্থা হতে গত ২৬-০৯-২০২১ তারিখ নং- ৩৬.০১.০২৭.০১. ০২.৪৫৪২.২০২১/১৮২ দ্বারা বিসিআইসি প্রধান কার্যালয় হতে ৬ (ছয়) সদস্য বিশিষ্ট প্রাথমিক তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়।

২। যেহেতু, বিসিআইসি প্রধান কার্যালয় হতে গঠিত তদন্ত কমিটি সরেজমিন তদন্ত শেষে প্রতিবেদন দাখিল করে। বিক্রয় শাখা প্রধান হিসেবে জেএফসিএল এর উৎপাদিত সারের ব্যাগ গোডাউন নং-০১, আমদানী সারের গোডাউন নং-০২ এবং কারখানার বিভিন্ন স্থানে রক্ষিত ব্যাগ সারের রক্ষণাবেক্ষণ ও বিতরণের সমস্ত দায়-দায়িত্ব আপনার নিয়ন্ত্রণাধীন। বিসিআইসি'র তদন্ত কমিটি গত ২৯-০৯-২০২১ তারিখে জেএফসিএল এর উৎপাদিত সারের পরিসংখ্যান/মজুদ হিসাব আপনার নিকট হতে সংগ্রহ করে। আপনার স্বাক্ষরকৃত লিখিত তথ্যানুযায়ী, গত ২৯-০৯-২০২১ তারিখে জেএফসিএল এর উৎপাদিত ব্যাগ সারের মজুদের পরিমাণ ৩৭,৫৭৪.৭০ মে.টন ও লুজ সারের পরিমাণ ৫১,৮৬৬.৬০ মে.টন। কিন্তু বিসিআইসি তদন্ত কমিটি গত ২৯-০৯-২০২১ তারিখে সরেজমিনে জেএফসিএল এর উৎপাদিত ব্যাগ সারের মজুদের পরিমাণ ২১,৩১০.৩৫ মে.টন এবং লুজ সারের পরিমাণ ৫১,৬৪৯.৯২ মে.টন পেয়েছে। এক্ষেত্রে আপনার প্রদত্ত তথ্যের সাথে বাস্তব গণনায় কোন মিল পাওয়া যায়নি। প্রকৃতপক্ষে, জেএফসিএল এর উৎপাদিত ব্যাগ সার ১৬,২৬৪.৩৫ মে.টন, এসএফসিএল এর সার ১২১.১০ মে.টন এবং লুজ সার ২১৬.৬৮ মে.টনসহ মোট ১৬,৬০২.১৩ মে.টন সার পাওয়া যায়নি। যার আর্থিক মূল্য (১৪,০০০ টাঃ X ১৬,৬০২.১৩ মে.টন) = ২৩,২৪,২৯,৮২০.০০ (তেইশ কোটি চব্বিশ লক্ষ উনত্রিশ হাজার আটশত বিশ) টাকা। বিক্রয় শাখা প্রধান হিসেবে ঘাটতিকৃত ১৬,৬০২.১৩ মে.টন সারের দায়ভার আপনার ওপর বর্তায়।

৩। যেহেতু, গত ২৯-০৯-২০২১ তারিখে আপনার স্বাক্ষরকৃত লিখিত তথ্যানুযায়ী, জেএফসিএল এর ০২ নং গোডাউনে রক্ষিত কাফকো সার ১,১১৩.০০ মে.টন, এসএফসিএল এর সার ১২১.১০ মে.টন এবং আমদানী সার ২,৭০৮.০০ মে.টন মজুদ রয়েছে। কিন্তু বিসিআইসি তদন্ত কমিটি গত ২৯-০৯-২০২১ তারিখে সরেজমিনে জেএফসিএল এর ০২ নং গোডাউনে বাস্তব গণনায় কাফকো সার ৯০.০০ মে.টন, এসএফসিএল এর কোন সার পাওয়া যায়নি এবং আমদানী সার ১২০০.০০ মে.টন মজুদ পেয়েছে। এক্ষেত্রে আপনার প্রদত্ত তথ্যের সাথে বাস্তব গণনায় কোন মিল পাওয়া যায়নি। প্রকৃতপক্ষে, জেএফসিএল এ রক্ষিত আমদানী সার ১,৫০৮.০০ মে.টন এবং কাফকো সার ১,০২৩.০০ মে.টনসহ সর্বমোট ২৫৩১.০০ মে.টন সার পাওয়া যায়নি। যার আর্থিক মূল্য আমদানী মূল্যে (২৫৩১.০০ টাঃ X ২৭,৭৩৬.০০ মে.টন [তিন বছরের আমদানী মূল্যের গড় মূল্যে]) = ৭,০১,৯৯,৮১৬.০০ টাকা। বিক্রয় শাখা প্রধান হিসেবে ঘাটতিকৃত ২৫৩১.০০ মে.টন সারের দায়ভার আপনার ওপর বর্তায়।

৪। যেহেতু, জেএফসিএল কারখানার অভ্যন্তরে ১৯,১৩৩.১৩ মে.টন সারের ঘাটতি পাওয়া গেছে। বিক্রয় শাখা প্রধান হিসেবে ব্যক্তিগতভাবে লাভবান হওয়ার উদ্দেশ্যে ১৯,১৩৩.১৩ মে.টন ইউরিয়া সার যার আর্থিক মূল্য ৩০,২৬,২৯,৬৩৬.০০/- (ত্রিশ কোটি ছাব্বিশ লক্ষ উনত্রিশ হাজার ছয়শত ছত্রিশ) টাকা আপনি পারস্পরিক যোগসাজশে আত্মসাৎ করেছেন।

৫। যেহেতু, বিসিআইসি প্রধান কার্যালয় হতে গঠিত তদন্ত কমিটি জেএফসিএল এর ২০ (বিশ) হাজার মে.টন সার ঘাটতির অভিযোগটি সরেজমিন তদন্তে/বাস্তব গণনায় কারখানায় গমন করেন। কিন্তু আপনি বিক্রয় শাখা প্রধান হিসেবে সার গণনায় চরম অসহযোগিতা করেছেন। যা অসদাচরণের পর্যায়ভূক্ত অপরাধের সামিল।

চলমান পাতা-০২

বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাষ্ট্রিজ কর্পোরেশন

BANGLADESH CHEMICAL INDUSTRIES CORPORATION
BCIC BHABAN, 30-31, DILKUSHA C.A., DHAKA-1000, BANGLADESH
www.bcic.gov.bd

৬। সেহেতু, আপনার উল্লিখিত কর্মকান্ড সংস্থার সাধারণ আচরণ ও শৃঙ্খলা পরিপন্থি এবং গুরুতর আর্থিক অপরাধ বিবেচনায় বিসিআইসি কর্মচারী চাকুরী প্রবিধানমালা-১৯৮৮ এর ৪৪ (১) মোতাবেক আপনাকে সংস্থার চাকুরী হতে সাময়িক বরখাস্ত করা হলো। এছাড়া প্রবিধানের বিধি ৩৮ (ক) (খ) (ঘ) এবং (চ)-এ বর্ণিত দায়িত্ব পালনে অবহেলা, অসদাচরণ, অদক্ষতা, চুরি, আত্মসাত, তহবিল তছরুপ এবং প্রতারণার দায়ে অভিযুক্ত করা হ'ল। বর্ণিত অভিযোগে কেন আপনাকে চাকরী থেকে বরখাস্ত করা হবে না অথবা অন্য কোন যথোপযুক্ত শাস্তি আরোপ করা হবে না তার কারণ এই প্রবিধানের ৪২ (২) অনুসরণে জারিকৃত অভিযোগনামা প্রাপ্তির ১০ (দশ) কর্মদিবসের মধ্যে জবাব যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে নিম্নস্বাক্ষরকারী বরাবর দাখিলের জন্য আপনাকে নির্দেশ প্রদান করা হলো। জবাবে আপনি ব্যক্তিগত শুনানীর ইচ্ছা পোষণ করেন কিনা তাও জানানোর নির্দেশ দেয়া হলো। নির্ধারিত সময়ে জবাব পাওয়া না গেলে ধরে নেয়া হবে এ বিষয়ে আপনার কোন বক্তব্য নেই। সেক্ষেত্রে বিধি মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। নিয়মানুযায়ী অভিযোগনামার সাথে ০১ সেট অভিযোগ বিবরণী প্রেরণ করা হলো।

(শাহ্ মোঃ ইমদাদুল হক)
চেয়ারম্যান (গ্রেড-১)
বিসিআইসি, ঢাকা।
ফোন নং- ৯৫৬৪১৫৩
E-mail: chairman.bcic@gmail.com

জনাব মোঃ ওয়ায়েছুর রহমান
ব্যবস্থাপক (বাণিজ্যিক)
ও
বিক্রয় শাখা প্রধান
জেএফসিএল, তারাকান্দি, জামালপুর।

বিতরণ ঃ

১। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয়।
২। ড. মোঃ সাইফুল ইসলাম, উপ-সচিব, এপিএ, শুদ্ধাচার ও অভিযোগ নিষ্পত্তি শাখা, শিল্প মন্ত্রণালয়।
৩। শামীম সুলতানা, উপ-সচিব, শৃঙ্খলা অধিশাখা, শিল্প মন্ত্রণালয়।

অনুলিপি (জ্যেষ্ঠতা বা পদের ক্রমানুসারে নয়) ঃ

০১। পরিচালক (----------), বিসিআইসি।
০২। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, জেএফসিএল, তারাকান্দি, জামালপুর।
০৩। হিসাব নিয়ন্ত্রক, বিসিআইসি।
০৪। মহাব্যবস্থাপক, নিরীক্ষা বিভাগ, বিসিআইসি।
০৫। মহাব্যবস্থাপক, বিপণন বিভাগ, বিসিআইসি।
০৬। মহাব্যবস্থাপক, আইসিটি বিভাগ, বিসিআইসি।
০৭। মহাব্যবস্থাপক, আইন উপ-বিভাগ, বিসিআইসি।
০৮। উপ-মহাব্যবস্থাপক (প্রশাসন-২), কর্মচারী বিভাগ, বিসিআইসি।
০৯। উপ কর্মচারী প্রধান (প্রশাসন-১), কর্মচারী বিভাগ, বিসিআইসি।
১০। নোটিশ বোর্ড (সকল)।
১১। দপ্তর নথি। ১২। মহানথি।

O/C

বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাষ্ট্রিজ কর্পোরেশন

BANGLADESH CHEMICAL INDUSTRIES CORPORATION
BCIC BHABAN, 30-31, DILKUSHA C.A., DHAKA-1000, BANGLADESH
www.bcic.gov.bd

তারিখ ঃ -১১-২০২১ খ্রি.।

অভিযোগ বিবরণী

জনাব মোঃ ওয়ায়েছুর রহমান, ব্যবস্থাপক (বাণিজ্যিক), জেএফসিএল এ গত ০৬-০৯-২০১২ তারিখ হতে অদ্যাবধি কর্মরত আছেন। শিল্প মন্ত্রণালয়ের এপিএ, শুদ্ধাচার ও অভিযোগ নিষ্পত্তি অধিশাখা হতে গত ০৫-০৯-২০২১খ্রি. তারিখের নং-৩৬.০০.০০০০.০৯৩.২৭.০০৩.২০(অংশ-১).৫১ এবং মন্ত্রণালয়ের বিসিআইসি শাখার গত ০৯-০৯-২০২১ খ্রি. তারিখের নং-৩৬.০০.০০০০.০৬২.৯৯.০৫৬.২০.৩০১ দ্বারা সংস্থাধীন জেএফসিএল এর ২০ (বিশ) হাজার মে.টন ইউরিয়া সারের মূল্য প্রায় ৩০ (ত্রিশ) কোটি টাকা আত্মসাৎ পরিকল্পনার অভিযোগ তদন্তের নিমিত্ত নির্দেশনা প্রদান করা হয়। তৎপ্রেক্ষিতে সংস্থা হতে গত ২৬-০৯-২০২১ তারিখ নং- ৩৬.০১.০২৭.০১.০২.৪৫৪২.২০২১/১৮২ দ্বারা ০৬ (ছয়) সদস্য বিশিষ্ট বিসিআইসি প্রধান কার্যালয় হতে প্রাথমিক তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। বিক্রয় শাখা প্রধান হিসেবে জেএফসিএল এর উৎপাদিত সারের ব্যাগ গোডাউন নং-০১, আমদানী সারের গোডাউন নং-০২ এবং কারখানার বিভিন্ন স্থানে রক্ষিত ব্যাগ সারের রক্ষণাবেক্ষণ ও বিতরণের সমস্ত দায়-দায়িত্ব তাঁর নিয়ন্ত্রণাধীন। বিসিআইসি'র তদন্ত কমিটি গত ২৯-০৯-২০২১ তারিখে জেএফসিএল এর উৎপাদিত সারের পরিসংখ্যান/মজুদ হিসাব তাঁর নিকট হতে সংগ্রহ করে। তাঁর স্বাক্ষরকৃত লিখিত তথ্যানুযায়ী গত ২৯-০৯-২০২১ তারিখে জেএফসিএল এর উৎপাদিত ব্যাগ সারের মজুদের পরিমাণ ৩৭,৫৭৪.৭০ মে.টন ও লুজ সারের পরিমাণ ৫১,৮৬৬.৬০ মে.টন। কিন্তু বিসিআইসি তদন্ত কমিটি গত ২৯-০৯-২০২১ তারিখে সরেজমিনে জেএফসিএল এর উৎপাদিত ব্যাগ সারের মজুদের পরিমাণ ২১,৩১০.৩৫ মে.টন এবং লুজ সারের পরিমাণ ৫১,৬৪৯.৯২ মে.টন পেয়েছে। প্রকৃতপক্ষে, জেএফসিএল এর উৎপাদিত ব্যাগ সার ১৬,২৬৪.৩৫ মে.টন, এসএফসিএল এর সার ১২১.১০ মে.টন এবং লুজ সার ২১৬.৬৮ মে.টনসহ মোট ১৬,৬০২.১৩ মে.টন সার পাওয়া যায়নি। যার আর্থিক মূল্য (১৪,০০০ X ১৬,৬০২.১৩) = ২৩,২৪,২৯,৮২০.০০ (তেইশ কোটি চব্বিশ লক্ষ উনত্রিশ হাজার আটশত বিশ) টাকা। বিক্রয় শাখা প্রধান হিসেবে ঘাটতিকৃত ১৬,৬০২.১৩ মে.টন সারের দায়ভার তাঁর ওপর বর্তায়। গত ২৯-০৯-২০২১ তারিখে তাঁর স্বাক্ষরকৃত লিখিত তথ্যানুযায়ী, জেএফসিএল এর ০২ নং গোডাউনে রক্ষিত কাফকো সার ১,১১৩.০০ মে.টন, এসএফসিএল এর সার ১২১.১০ মে.টন এবং আমদানী সার ২,৭০৮.০০ মে.টন মজুদ রয়েছে। কিন্তু বিসিআইসি তদন্ত কমিটি গত ২৯-০৯-২০২১ তারিখে সরেজমিনে জেএফসিএল এর ০২ নং গোডাউনে বাস্তব গণনায় কাফকো সার ৯০.০০ মে.টন, এসএফসিএল এর কোন সার পাওয়া যায়নি এবং আমদানী সার ১২০০.০০ মে.টন মজুদ পেয়েছে। তাঁর প্রদত্ত তথ্যের সাথে বাস্তব গণনায় কোন মিল পাওয়া যায়নি। প্রকৃতপক্ষে, জেএফসিএল এ রক্ষিত আমদানী সার ১,৫০৮.০০ মে.টন এবং কাফকো সার ১,০২৩.০০ মে.টনসহ সর্বমোট ২৫৩১.০০ মে.টন সার পাওয়া যায়নি। যার আর্থিক মূল্য আন্তর্জাতিক রেইটে (২৫৩১.০০ X ২৭,৭৩৬.০০ [তিন বছরের আমদানী মূল্যের গড় রেইটে]) = ৭,০১,৯৯,৮১৬.০০ টাকা। বিক্রয় শাখা প্রধান হিসেবে ঘাটতিকৃত ২৫৩১.০০ মে.টন সারের দায়ভার তাঁর ওপর বর্তায়। জেএফসিএল এর ১৯,১৩৩.১৩ মে.টন সার আত্মসাৎ এর দায়ে তাকে অভিযুক্ত করা হলো।

১১/১১/২০২১

(শাহ্ মোঃ ইমদাদুল হক)
চেয়ারম্যান (গ্রেড-১)
বিসিআইসি, ঢাকা।
ফোন নং- ৯৫৬৪১৫৩
E-mail: chairman.bcic@gmail.com

১/৫

বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাষ্ট্রিজ কর্পোরেশন

BANGLADESH CHEMICAL INDUSTRIES CORPORATION
BCIC BHABAN, 30-31, DILKUSHA C.A., DHAKA-1000, BANGLADESH
www.bcic.gov.bd

সূত্র নং- ৩৬.০১.০২৭.০১.০২.৪৫৪২.২০২১/৩০৩ তারিখঃ১৮-১১-২০২১খ্রি.।

বিষয় ঃ জেএফসিএল কারখানার ১৯,১৩৩.১৩ মে.টন সার যোগসাজসে আত্মসাতের জন্য জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম, উপ-প্রধান রসায়নবিদ, জেএফসিএল এর বিরুদ্ধে বিসিআইসি কর্মচারী চাকুরী প্রবিধানমালা-১৯৮৮ অনুযায়ী সাময়িক বরখাস্ত এবং বিভাগীয় মামলা।

অভিযোগনামা

যেহেতু, আপনি জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম, উপ-প্রধান রসায়নবিদ, জেএফসিএল এর ইউরিয়া এন্ড ব্যাগিং বিভাগে কর্মরত আছেন। শিল্প মন্ত্রণালয়ের এপিএ, শুদ্ধাচার ও অভিযোগ নিষ্পত্তি অধিশাখা হতে গত ০৫-০৯-২০২১খ্রি. তারিখের নং-৩৬.০০.০০০০.০৯৩.২৭.০০৩.২০(অংশ-১).৫১ এবং মন্ত্রণালয়ের বিসিআইসি শাখার গত ০৯-০৯-২০২১ খ্রি. তারিখের নং-৩৬.০০.০০০০.০৬২.৯৯.০৫৬.২০.৩০১ দ্বারা সংস্থাধীন জেএফসিএল এর ২০ (বিশ) হাজার মে.টন ইউরিয়া সারের মূল্য প্রায় ৩০ (ত্রিশ) কোটি টাকা আত্মসাৎ পরিকল্পনার অভিযোগ তদন্তের নিমিত্ত নির্দেশনা প্রদান করা হয়। তৎপ্রেক্ষিতে সংস্থা হতে গত ২৬-০৯-২০২১ তারিখ নং- ৩৬.০১.০২৭.০১.০২.৪৫৪২.২০২১/১৮২ দ্বারা বিসিআইসি প্রধান কার্যালয় হতে ০৬ (ছয়) সদস্য বিশিষ্ট একটি প্রাথমিক তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়।

২। যেহেতু, আপনি দীর্ঘ দিন ব্যাগিং শাখা প্রধান হিসেবে কর্মরত ছিলেন। বিসিআইসি'র তদন্ত কমিটি গমণের অল্প কিছুদিন পূর্বে ব্যাগিং শাখা প্রধান হিসেবে একজন কর্মকর্তা পদায়ন করা হয়। জেএফসিএল কারখানার বাল্ক গোডাউনে রক্ষিত লুজ সার ইউরিয়া এন্ড ব্যাগিং বিভাগের নিয়ন্ত্রণাধীন। তদন্তকালীন সময়ে কমিটিকে আপনি গত ৩০-০৯-২০২১ তারিখে বাল্ক গোডাউনে লুজ সারের পরিমাণ ৫১,৮৬৬.৬০ মে.টন মর্মে লিখিতভাবে জানিয়েছেন। আপনি কমিটির নিকট আরো জানিয়েছেন যে, বাল্ক হাউজে সারের কোন ঘাটতি নেই। আর যদি কিছু ঘাটতি হয় তা বাল্ক হাউজের ছাদ হতে বৃষ্টি পানি পরার জন্য হয়েছে। বিসিআইসি'র বাস্তব গণনা/তদন্ত কমিটি গত ০১-১০-২০২১ তারিখ সরেজমিন বাল্ক হাউজে রক্ষিত লুজ সার জাপানের THE OHIO STATE UNIVERSITY প্রদত্ত গ্রানুলার সার পরিমাপ পদ্ধতি অনুসরণ করে সাধারণ/প্রচলিত পদ্ধতি অনুযায়ী Density = 0.754 mt/ m^3 ধরে বাল্ক গোডাউনে ৪৪,৪৩০.৬৯ মে.টন সার ঘাটতি পেয়েছে। অর্থাৎ আপনার প্রদত্ত হিসেব থেকে ৫১,৮৬৬.৬০ মে.টন - ৪৪,৪৩০.৬৯ মে.টন = ৭,৪৩৫.৯১ মে.টন সার ঘাটতি পাওয়া গেছে। যার আর্থিক মূল্য (১৪,০০০ টাঃ X ৭,৪৩৫.৯১ মে.টন) = ১০,৪১,০২,৭৪০/- (দশ কোটি একচল্লিশ লক্ষ দুই হাজার সাতশত চল্লিশ) টাকা। অপরদিকে আন্তর্জাতিক পরিমাপ পদ্ধতি অনুযায়ী THE OHIO STATE UNIVERSITY প্রদত্ত গ্রানুলার সার পরিমাপ আংশিক শক্ত Density = 1.3mt /m^3 এবং আংশিক লুজ Density = 0.754 mt/ m^3 পদ্ধতি অনুসরণে বাল্ক গোডাউনে লুজ সারের পরিমাণ ৫১,৬৪৯.৯২ মে.টন পাওয়া গেছে। অর্থাৎ আপনার প্রদত্ত হিসেব হতে ৫১,৮৬৬.৬০ মে.টন - ৫১,৬৪৯.৯ মে.টন = ২১৬.৬৮ মে.টন সার কম পাওয়া গেছে। ২১৬.৬৮ মে.টন সারের আর্থিক মূল্য (১৪,০০০ টাঃ X ২১৬.৬৮ মে.টন) = ৩০,৩৩,৫২০ (ত্রিশ লক্ষ তেত্রিশ হাজার পাঁচশত বিশ) টাকা। বিসিআইসি'র তদন্ত কমিটি আন্তর্জাতিক পদ্ধতি অনুসরণ করে প্রতিবেদন দাখিল করেছে। সেমতে, ২১৬.৬৮ মে.টন লুজ সার বাল্ক গোডাউনে পাওয়া যায়নি। এর দায়ভার ইউরিয়া এন্ড ব্যাগিং শাখা প্রধান হিসেবে আপনার ওপর বর্তায়।

৩। যেহেতু, কমিটির নিকট লিখিত তথ্যে আপনি জানিয়েছেন যে, বিক্রয় শাখা প্রধান কর্তৃক স্বাক্ষরিত তথ্যানুযায়ী গত ২৯-০৯-২০২১ তারিখে জেএফসিএল এর উৎপাদিত ব্যাগ সারের মজুদের পরিমাণ ৩৭,৫৭৪.৭০ মেঃটন ও লুজ সারের পরিমাণ ৫১,৮৬৬.৬০ মে.টন। কিন্তু বিসিআইসি তদন্ত কমিটি গত ২৯-০৯-২০২১ তারিখে সরেজমিনে জেএফসিএল এর উৎপাদিত ব্যাগ সারের মজুদের পরিমাণ ২১,৩১০.৩৫ মে.টন এবং লুজ সারের পরিমাণ ৫১,৬৪৯.৯২ মে.টন পেয়েছে। এক্ষেত্রে বিক্রয় শাখা প্রধানের প্রদত্ত তথ্যের সাথে বাস্তব গণনায় কোন মিল পাওয়া যায়নি। প্রকৃতপক্ষে, জেএফসিএল এর উৎপাদিত ব্যাগ সার ১৬,২৬৪.৩৫ মে.টন, এসএফসিএল এর সার ১২১.১০ মে.টন এবং লুজ সার ২১৬.৬৮ মে.টনসহ মোট ১৬,৬০২.১৩ মে.টন সার পাওয়া যায়নি। যার আর্থিক মূল্য (১৪,০০০ টাঃ X ১৬,৬০২.১ মে.টন) = ২৩,২৪,২৯,৮২০.০০ (তেইশ কোটি চব্বিশ লক্ষ উনত্রিশ হাজার আটশত বিশ) টাকা। ইউরিয়া এন্ড ব্যাগিং শাখা প্রধান হিসেবে আপনি ১৬,৬০২.১৩ মে.টন সার ঘাটতির বিষয়টি কর্তৃপক্ষের নজরে না এনে ধামা-চাপা দেয়ার চেষ্টা করেছেন বিধায় ১৬,৬০২.১৩ মে.টন সার আত্মসাতের দায়ভার আপনার ওপর বর্তায়।

৪। যেহেতু, তদন্ত করে জেএফসিএল এর উৎপাদিত লুজ, ব্যাগ এবং আমদানীকৃত সারসহ মোট ১৯,১৩৩.১৩ মে.টন সারের ঘাটতি পাওয়া গেছে। উক্ত সার হতে আমদানীকৃত সার বাদ দিয়ে (১৯,১৩৩.১৩ মে.টন - ২,৬৫২.১০ মে.টন) = অবশিষ্ট ১৬,৪৮১.০৩ মে.টন সার ঘাটতির দায়ভার আপনার ওপর বর্তায়। কেননা ব্যাগিং ইনচার্জ এর অজ্ঞাতে এই বিপুল পরিমাণ সার ব্যাগিং এরিয়া থেকে অন্যত্র স্থানান্তর অসম্ভব। আপনি ব্যক্তিগতভাবে লাভবান হওয়ার উদ্দেশ্যে ১৬,৪৮১.০৩ মে.টন সার যার আর্থিক মূল্য (১৪,০০০ টাঃ X ১৬,৪৮১.০৩ মে.টন) = ২৩,০৭,৩৪,৪২০.০০/- (তেইশ কোটি সাত লক্ষ চৌত্রিশ হাজার চারশত বিশ) টাকা পারস্পরিক যোগসাজশে আত্মসাৎ করেছেন।

চলমান পাতা-০২

৫। সেহেতু, আপনার উল্লিখিত কর্মকান্ড সংস্থার সাধারণ আচরণ ও শৃঙ্খলা পরিপন্থি এবং গুরুতর আর্থিক অপরাধ বিবেচনায় বিসিআইসি কর্মচারী চাকুরী প্রবিধানমালা-১৯৮৮ এর ৪৪ (১) মোতাবেক আপনাকে সংস্থার চাকুরী হতে সাময়িক বরখাস্ত করা হলো। এছাড়া প্রবিধানের বিধি ৩৮ (ক) (ঘ) এবং (চ)-এ বর্ণিত দায়িত্ব পালনে অবহেলা, অদক্ষতা, চুরি, আত্মসাত, তহবিল তছরুপ এবং প্রতারণার দায়ে অভিযুক্ত করা হ'ল। বর্ণিত অভিযোগে কেন আপনাকে চাকরী থেকে বরখাস্ত করা হবে না অথবা অন্য কোন যথোপযুক্ত শাস্তি আরোপ করা হবে না তার কারণ এই প্রবিধানের ৪২ (২) অনুসরণে জারিকৃত অভিযোগনামা প্রাপ্তির ১০ (দশ) কর্মদিবসের মধ্যে জবাব যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে নিম্নস্বাক্ষরকারী বরাবর দাখিলের জন্য আপনাকে নির্দেশ প্রদান করা হলো। জবাবে আপনি ব্যক্তিগত শুনানীর ইচ্ছা পোষণ করেন কিনা তাও জানানোর নির্দেশ দেয়া হলো। নির্ধারিত সময়ে জবাব পাওয়া না গেলে ধরে নেয়া হবে এ বিষয়ে আপনার কোন বক্তব্য নেই। সেক্ষেত্রে বিধি মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। নিয়মানুযায়ী অভিযোগনামার সাথে ০১ সেট অভিযোগ বিবরণী প্রেরণ করা হলো।

(শাহ্ মোঃ ইমদাদুল হক)
চেয়ারম্যান (গ্রেড-১)
বিসিআইসি, ঢাকা।
ফোন নং- ৯৫৬৪১৫৩
E-mail: chairman.bcic@gmail.com

জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম
উপ-প্রধান রসায়নবিদ
জেএফসিএল
তারাকান্দি, জামালপুর।

বিতরণ ঃ

১। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয়।
২। ড. মোঃ সাইফুল ইসলাম, উপ-সচিব, এপিএ, শুদ্ধাচার ও অভিযোগ নিষ্পত্তি শাখা, শিল্প মন্ত্রণালয়।
৩। শামীম সুলতানা, উপ-সচিব, শৃঙ্খলা অধিশাখা, শিল্প মন্ত্রণালয়।

অনুলিপি (জ্যেষ্ঠতা বা পদের ক্রমানুসারে নয়) ঃ

০১। পরিচালক (-------------------------------), বিসিআইসি।
০২। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, জেএফসিএল, তারাকান্দি, জামালপুর।
০৩। হিসাব নিয়ন্ত্রক, বিসিআইসি।
০৪। মহাব্যবস্থাপক, নিরীক্ষা বিভাগ, বিসিআইসি।
০৫। মহাব্যবস্থাপক, বিপণন বিভাগ, বিসিআইসি।
০৬। মহাব্যবস্থাপক, আইসিটি বিভাগ, বিসিআইসি।
০৭। মহাব্যবস্থাপক, আইন উপ-বিভাগ, বিসিআইসি।
০৮। উপ-মহাব্যবস্থাপক (প্রশাসন-২), কর্মচারী বিভাগ, বিসিআইসি।
০৯। উপ কর্মচারী প্রধান (প্রশাসন-১), কর্মচারী বিভাগ, বিসিআইসি।
১০। ন্যোটিশ বোর্ড (সকল)।
১১। দপ্তর নথি।
১২। মহানথি।

বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাষ্ট্রিজ কর্পোরেশন

BANGLADESH CHEMICAL INDUSTRIES CORPORATION
BCIC BHABAN, 30-31, DILKUSHA C.A., DHAKA-1000, BANGLADESH
www.bcic.gov.bd

মুজিব শতবর্ষ

তারিখ ঃ ১৮-১১-২০২১ খ্রি.।

অভিযোগ বিবরণী

জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম, উপ-প্রধান রসায়নবিদ, জেএফসিএল কারখানার ইউরিয়া এন্ড ব্যাগিং বিভাগে কর্মরত আছেন। শিল্প মন্ত্রণালয়ের এপিএ, শুদ্ধাচার ও অভিযোগ নিস্পত্তি অধিশাখা হতে গত ০৫-০৯-২০২১খ্রি. তারিখের নং-৩৬.০০.০০০০.০৯৩ .২৭.০০৩.২০(অংশ-১).৫১ এবং মন্ত্রণালয়ের বিসিআইসি শাখার গত ০৯-০৯-২০২১ খ্রি. তারিখের নং-৩৬.০০.০০০০. ০৬২.৯৯.০৫৬.২০.৩০১ দ্বারা সংস্থাধীন জেএফসিএল এর ২০ (বিশ) হাজার মে.টন ইউরিয়া সারের মূল্য প্রায় ৩০ (ত্রিশ) কোটি টাকা আত্মসাৎ পরিকল্পনার অভিযোগ তদন্তের নিমিত্ত নির্দেশনা প্রদান করা হয়।

তৎপ্রেক্ষিতে সংস্থা হতে গত ২৬-০৯-২০২১ তারিখ নং- ৩৬.০১.০২৭.০১.০২. ৪৫৪২.২০২১/১৮২ দ্বারা বিসিআইসি প্রধান কার্যালয় হতে প্রাথমিক তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম দীর্ঘ দিন ব্যাগিং শাখা প্রধান হিসেবে কর্মরত। বিসিআইসি'র তদন্ত কমিটি গমণের অল্প কিছুদিন পূর্বে ব্যাগিং শাখা প্রধান হিসেবে একজন কর্মকর্তা পদায়ন করা হয়েছে। জেএফসিএল কারখানার বাল্ক গোডাউনে রক্ষিত লুজ সার ইউরিয়া এন্ড ব্যাগিং বিভাগের নিয়ন্ত্রণাধীন। তদন্তকালীন সময়ে কমিটিকে জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম গত ৩০-০৯-২০২১ তারিখে বাল্ক গোডাউনে লুজ সারের পরিমাণ ৫১,৮৬৬.৬০ মে.টন মর্মে লিখিতভাবে জানান। তিনি কমিটির নিকট আরো জানান যে, বাল্ক হাউজে সারের কোন ঘাটতি নেই। আর যদি কিছু ঘাটতি হয় তা বাল্ক হাউজের ছাদ হতে বৃষ্টি পানি পরার জন্য হয়েছে। বিসিআইসি'র বাস্তব গণনা/তদন্ত কমিটি গত ০১-১০-২০২১ তারিখ সরেজমিন বাল্ক হাউজে রক্ষিত লুজ সার জাপানের THE OHIO STATE UNIVERSITY প্রদত্ত গ্রানুলার সার পরিমাপ পদ্ধতি অনুসরণ করে সাধারণ/প্রচলিত পদ্ধতি অনুযায়ী Density = 0.754 mt/ m^3 ধরে বাল্ক গোডাউনে ৪৪,৪৩০.৬৯ মে.টন সার কম পায়। অর্থাৎ জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম প্রদত্ত হিসেব থেকে ৫১,৮৬৬.৬০ মে.টন - ৪৪,৪৩০.৬৯ মে.টন = ৭,৪৩৫.৯১ মে.টন সার কম পাওয়া গেছে। যার আর্থিক মূল্য (১৪,০০০ টাঃ X ৭,৪৩৫.৯১ মে.টন) = ১০,৪১,০২,৭৪০/- (দশ কোটি একচল্লিশ লক্ষ দুই হাজার সাতশত চল্লিশ) টাকা। অপরদিকে আন্তর্জাতিক পরিমাপ পদ্ধতি অনুযায়ী THE OHIO STATE UNIVERSITY প্রদত্ত গ্রানুলার সার পরিমাপ আংশিক শক্ত Density = 1.3mt /m^3 এবং আংশিক লুজ Density = 0.754 mt/ m^3 পদ্ধতি অনুসরণে বাল্ক গোডাউনে লুজ সারের পরিমাণ ৫১,৬৪৯.৯২ মে.টন পাওয়া গেছে। অর্থাৎ তাঁর প্রদত্ত হিসেব হতে ৫১,৮৬৬.৬০ মে.টন - ৫১,৬৪৯.৯২ মে.টন = ২১৬.৬৮ মে.টন সার কম পাওয়া গেছে। ২১৬.৬৮ মে.টন সারের আর্থিক মূল্য (১৪,০০০ টাঃ X ২১৬.৬৮ মে.টন) = ৩০,৩৩,৫২০ (ত্রিশ লক্ষ তেত্রিশ হাজার পাঁচশত বিশ) টাকা। বিসিআইসি'র তদন্ত কমিটি আন্তর্জাতিক পদ্ধতি অনুসরণ করে প্রতিবেদন দাখিল করেছে। সেমতে, ২১৬.৬৮ মে.টন লুজ সার বাল্ক গোডাউনে পাওয়া যায়নি। এর দায়ভার ইউরিয়া এন্ড ব্যাগিং শাখা প্রধান হিসেবে তাঁর ওপরই বর্তায়।

কমিটির নিকট বিক্রয় শাখা প্রধান কর্তৃক স্বাক্ষরিত তথ্যানুযায়ী গত ২৯-০৯-২০২১ তারিখে জেএফসিএল এর উৎপাদিত ব্যাগ সারের মজুদের পরিমাণ ৩৭,৫৭৪.৭০ মে.টন ও লুজ সারের পরিমাণ ৫১,৮৬৬.৬০ মে.টন। কিন্তু বিসিআইসি তদন্ত কমিটি গত ২৯-০৯-২০২১ তারিখে সরেজমিনে জেএফসিএল এর উৎপাদিত ব্যাগ সারের মজুদের পরিমাণ ২১,৩১০.৩৫ মে.টন এবং লুজ সারের পরিমাণ ৫১,৬৪৯.৯২ মে.টন পেয়েছে। এক্ষেত্রে বিক্রয় শাখা প্রধানের প্রদত্ত তথ্যের সাথে বাস্তব গণনায় কোন মিল পাওয়া যায়নি। প্রকৃতপক্ষে, জেএফসিএল এর উৎপাদিত ব্যাগ সার ১৬,২৬৪.৩৫ মে.টন, এসএফসিএল এর সার ১২১.১০ মে.টন এবং লুজ সার ২১৬.৬৮ মে.টনসহ মোট ১৬,৬০২.১৩ মে.টন সার পাওয়া যায়নি। যার আর্থিক মূল্য (১৪,০০০ টাঃ X ১৬,৬০২.১৩ মে.টন) = ২৩,২৪,২৯,৮২০.০০ (তেইশ কোটি চব্বিশ লক্ষ উনত্রিশ হাজার আটশত বিশ) টাকা। ইউরিয়া এন্ড ব্যাগিং শাখা প্রধান হিসেবে তিনি ১৬,৬০২.১৩ মে.টন সার ঘাটতির বিষয়টি কর্তৃপক্ষের নজরে না এনে ধাম-চাপা দেয়ার চেষ্টা করেছেন বিধায় ১৬,৬০২.১৩ মে.টন সার আত্মসাতের দায়ভার তাঁর ওপর বর্তায়।

তদন্ত করে জেএফসিএল এর উৎপাদিত লুজ, ব্যাগ এবং আমদানীকৃত সারসহ মোট ১৯,১৩৩.১৩ মে.টন সারের ঘাটতি পাওয়া গেছে। উক্ত সার হতে আমদানীকৃত সার বাদ দিয়ে (১৯,১৩৩.১৩ মে.টন - ২,৬৫২.১০ মে.টন) = অবশিষ্ট ১৬,৪৮১.০৩ মে.টন সার ঘাটতির দায়ভার তাঁর ওপর বর্তায়। কেননা ব্যাগিং ইনচার্জ এর অজ্ঞাতে এই বিপুল পরিমাণ সার ব্যাগিং এরিয়া থেকে অন্যত্র স্থানান্তর অসম্ভব। ব্যক্তিগতভাবে লাভবান হওয়ার উদ্দেশ্যে ১৬,৪৮১.০৩ মে.টন সার, যার আর্থিক মূল্য (১৪,০০০ টাঃ X ১৬,৪৮১.০৩ মে.টন) = ২৩,০৭,৩৪,৪২০.০০/- (তেইশ কোটি সাত লক্ষ চৌত্রিশ হাজার চারশত বিশ) টাকা পারস্পরিক যোগসাজশে আত্মসাৎ করার দায়ে তাকে অভিযুক্ত করা হলো।

(শাহ্ মোঃ ইমদাদুল হক)
চেয়ারম্যান (গ্রেড-১)
বিসিআইসি, ঢাকা।
ফোন নং- ৯৫৬৪১৫৩
E-mail: chairman.bcic@gmail.com